R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন
ইত্যাদি অনুষ্ঠানের
নানা ডিজাইনের কার্ডের
একমাত্র প্রতিষ্ঠান
কার্ডস্ ফেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ
ফোন : ৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮২শ বর্ষ | ২৪শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৪ই কার্তিক বুধবার, ১৪০২ সাল। ১লা নভেম্বর, ১৯৯৫ সাল। | নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা | বার্ষিক ৩০ টাকা

সুসংহত রোগ-পোকা দমন প্রকল্প চাষীপ্রিয়তা অর্জন করেছে

কৃষি সংবাদদাতা ঃ কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকারের উদ্যোগে এই বৎসর খারিফ মরশুমে সুসংহত রোগ-পোকা দমন প্রকল্প (আই-পি-এম বা ইনটিগ্রেটেড পেষ্ট ম্যা'নেজমেণ্ট) দারুণভাবে চাষীপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সুসংহত উপায়ে রোগ-পোকার তীব্রতাকে চরম সীমার নীচে রাখাই এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেগ্য। এই মরশুমে এই প্রকল্প জঙ্গিপুর মহকুমার সাগরদীঘিসহ মুর্শিদাবাদ জেলার মোট চারটি ব্লকে এবং রাজ্যের ১৭টি জেলার ৬৮টি ব্লকে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে চলছে। রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সাগরদীঘি ব্লকের পাঁচটি এলাকাসহ সারা রাজ্যে শুরু হতে চলেছে। সাগরদীঘি ছাড়াও নবগ্রাম, ভরতপুর এক এবং দুই নম্বর ব্লকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলি রূপায়িত করছেন এই প্রকল্পে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুর্শিদাবাদ জেলা শষ্যরক্ষা আধিকারিক লুইস ঘোষ এবং দু'জন কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক গোপালচন্দ্র মাল (নবগ্রাম) ও আদিত্য দুয়ারী (ভরতপুর ১)।

প্রতিটি এলাকায় তিরিশ জন করে চাষী নিয়ে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে জমিতে জমিতে হাতে কলমে চাষীদের শত্রু ও বন্ধু পোকার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফসল থাকলে রোগপোকার আক্রমণ ঘটবেই, তাই বলে যথেচ্ছভাবে দমনের ওষুধ ছড়িয়ে পরিবেশ দূষণ করা চলবে না—এই চিন্তা মাথায় রেখে সুসংহত উপায়ে রোগ-পোকা দমনের উপায় উদ্ভাবন করেন এই প্রকল্পের জনক ডঃ কেলমোর সাহেব। তিনি বেশ কয়েকবার ভারতবর্ষ সফর করেন প্রকল্পটিকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য। জাপান বা আমেরিকার থেকে (হেক্টর প্রতি ১৪/১৫ কেজি) ভারতবর্ষে কীটনাশক ব্যবহারের হার (হেক্টর প্রতি ৭০০/৮০০ গ্রাম) অনেক কম হলেও পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রেহাই এর উদ্দেশ্যে বছর তিনেক আগে ভারতে এই প্রকল্প শুরু করা হয়। এখন মাঠে মাঠে চাষীদের প্রশিক্ষণের কাজ চলছে। প্রকল্প রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ব্লকের কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক এবং প্রকল্প এলাকার কেপিএসদেরও প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এসসির দাবীতে চাঁই নেতারা গনি খাঁন চৌধুরীর সঙ্গে দিল্লী যাচ্ছেন

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ গত ২২ অক্টোবর পঃ বঙ্গ রাজ্য চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির ১০০ জন প্রতিনিধিকে নিয়ে সম্পাদক ভরতচন্দ্র মণ্ডল মালদায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বর্তমান সাংসদ গণি খাঁন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে চাঁইদের এসসি করার ব্যাপারে একটি স্মারকলিপি দেন। ও তাঁকে এ ব্যাপারে লোক সভায় প্রশ্ন রাখতে অনুরোধ করেন। তিনি প্রতিনিধিদের চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দেন। উল্লেখ্য মন্ত্রী সীতারাম কেশরী ও কে, ভি আঙ্গাবালু লোকসভায় জানান চাঁইদের এসসি ঘোষণার ব্যাপারে এ্যাডভাইসারী কমিটি তদন্ত করে দেখছেন এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে ঘোষণা করেন। চাঁই নেতারাও দিল্লী যাবেন বলে ঠিক করেছেন। তাঁরা বলেন আগামী নির্বাচনের পূর্বে কোন ঘোষণা না হলে তাঁরা নির্বাচন বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মালদা, মুর্শিদাবাদ ও পঃ বঙ্গের অন্যত্রও এই সিদ্ধান্ত পালিত হবে বলে সম্পাদক ভরতচন্দ্র মণ্ডল জানান।

আবার শুক্রবারে গরুর হাট

ধুলিয়ান ঃ দীর্ঘ ৪০/৫০ বছর ধরে শুক্রবার গরুর হাট বসতো। গত মে '৯৫ ডি-এম-এর এক আদেশ বলে জেলার সব হাটই রবিবারে বসার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই ভাবেই হাটগুলো বসছিল। হাট মালিকের তরফে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হলে মহামান্য হাইকোর্ট ঐ আদেশের উপর স্থগিতাদেশ দেন। তার ফলে ২২ অক্টোবর থেকে পুনরায় শুক্রবার হাট বসছে।

স্বামী-স্ত্রী বচসায় স্ত্রী খুন

আহিরণ ঃ গত ২৯ অক্টোবর রাতে সুতী থানার আহিরণ চাষাপাড়ায় কামাল হোসেন তার স্ত্রী সাইনুর বিবিকে (২৫) ছুরি দিয়ে খুন করে। খবর রাতে খাওয়া দাওয়ার পর শোবার আগে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা শুরু হয়। বচসার সময় কামাল স্ত্রীর মুখে ছুরি মারলে সাইনুর আহত হয়ে জ্ঞান হারায়। জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে তার মৃত্যু হয়। সাইনুরের (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

গঙ্গা ভাঙ্গন রোধের দাবীতে গণবিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

ফরাক্কা ঃ স্থানীয় গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটির ডাকে গত ২৬ অক্টোবর ব্যারেজ জি এম অফিসের সামনে বিশাল জনসমাবেশে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পরবর্তী আন্দোলনে ব্যারেজ বন্ধ, জাতীয় সড়ক বন্ধ, লাগাতার ফরাক্কা বন্ধ, গণঅনশন ও আমরণ অনশন, গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটির ষ্টিয়ারিং কমিটির মাধ্যমে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ও কলকাতা এবং দিল্লীতে ধর্ণা প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণের ডাক দেওয়া হয়।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৪০২ সাল

॥ আশু প্রয়োজন ॥

প্রকৃতির রুদ্ররোষে মানুষ একান্ত অসহায়। ক্ষেত্রবিশেষে তাহার বিজ্ঞান প্রযুক্তি ব্যর্থ হইয়া যায়। ঘূর্ণি ঝড়ে যে সব নৌকাডুবি হয়, তাহাতে কাহারও কিছু করিবার নাই। কিন্তু ইদানিং যে নৌকা, লঞ্চ ও ভুটভুটি ডুবিতেছে, তাহার কারণ ভিন্ন। প্রাণ হানির সংখ্যাও যথেষ্ট। মানুষই এই সব হতভাগ্যদের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য দায়ী। গত বৃহস্পতিবার ঘোড়ামারা দ্বীপ হইতে কাকদ্বীপের নিকট মধুসূদনপুরে যাইবার সময় হুগলী নদীতে একটি ভুটভুটি ডুবিয়া যায়। গত রবিবার পাটনার নিকট গঙ্গায় ছটপূজার্থীপূর্ণ একটি দেশী নৌকা ডুবিয়াছে।

যাত্রীধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী লইয়া লঞ্চ, ভুটভুটি, নৌকা চালাইতে গেলে বিপদ অনিবার্য হইয়া পড়ে। অনেক দুর্ঘটনা এই কারণেই হইয়া থাকে। সেখানে মানুষের মাত্রাতিরিক্ত তৃতীয় রিপুর তাড়না প্রবল। অর্থলিপ্সা এই রকম সর্বনাশ ডাকিয়া আনে। যেখানে এইরূপ যাত্রা বোঝাই করা হয়, সেখানে 'চেকিং'-এর ব্যবস্থা থাকিলে অনর্থ ঘটিতে পারে না। অতিরিক্ত যাত্রী লওয়ার অপরাধে উদাহরণযোগ্য শাস্তিবিধান যদি করা হয়, তবে বিপদ অনেকটা এড়ান সম্ভব।

পাটনার নিকট নৌকাডুবি এবং কাকদ্বীপের নিকট ভুটভুটিডুবির প্রধান কারণ ইহাই। তবে ভুটভুটির ক্ষেত্রে আরও একটি ব্যাপার রহিয়াছে। হুগলী নদীতে দুর্ঘটনার স্থলটি নদীর মোহনার খুব নিকটে। সমুদ্রের তরঙ্গ কিংবা স্রোত সেখানে এমন যে, সাধারণ জলযান তাহার মোকাবিলা করিতে পারে না। মাত্রাহীন অর্থলিপ্সাবশত প্রচুর যাত্রী বোঝাই করিয়া যে ভুটভুটি যাইতেছিল, মোহনার মুখে তরঙ্গ ও স্রোতজনিত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করা অপেক্ষাকৃত নিম্নপ্রযুক্তিসম্পন্ন সে জলযানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। অনেকেরই সলিল সমাধি ঘটিল।

সংবাদে জানা গেল যে, সরকার এই বিষয়ে নজর দিয়াছেন। এখানকার মডেলের ভুটভুটি বাতিল করা হইবে এবং তৎপরিবর্তে নির্দিষ্ট মডেলের ভুটভুটি চালু করা হইবে। এই সম্বন্ধে নাকি আইন করা হইতেছে। শুনা গিয়াছে যে, ইহার আগে ভুটভুটি সংক্রান্ত নানা কমিটির রিপোর্ট সরকারে জমা পড়িয়াছিল। কিন্তু সময়মত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয় নাই। এখন পরিবহন দপ্তর ভুটভুটি সম্পর্কে আইন করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন—ইহা আশার কথা। নূতন মডেলের ভুটভুটির নূতন নক্সার ইঞ্জিন এবং অন্যান্য ব্যবস্থা থাকিবে বলিয়া শুনা গেল।

নদীমাতৃক দক্ষিণবঙ্গে যাত্রী পরিবহন যাহাতে সম্ভবমত বিপন্মুক্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি করা যায়, ততই মঙ্গল।

পুণ্যআশে পূর্ণগ্রাস

অনুপ ঘোষাল

৩৬০ বছর পর আবার। পুণ্যআশে পূর্ণগ্রাস দর্শনান্তে জাহ্নবী স্নান। পাপকে মানুষ ভয় করুক আর নাই করুক পুণ্যের প্রতি লোভ তার চিরদিনের। রাহু গ্রাস করল সূর্যদেবকে। ধড়হীন রাহুর কাটাগলার ফোকর গলে পুনশ্চ দৃশ্যমান রবি। সকাল ১০টা নাগাদ মহিলাদের উলু আর শঙ্খধ্বনির মধ্যে জানা গেল আলোর দেবতার রাহুমুক্তি ঘটল। পুণ্যগ্রাসের পর পুণ্যস্নানের জন্য গঙ্গার স্নানঘাটে ভিড়। ঠাকুমার গদগদ ভক্তি দেখে ন বছরের নাতি হেসেই বাঁচে না। মা অধ্যাপিকা, ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। বিজ্ঞানে অধিকার যত কমই হোক, বিদুষী হিসাবে খ্যাতি আছে। তিনি পুত্রকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই গ্রহণ আর কিছুই নয়, সূর্য আর পৃথিবীর মাঝে এসে চাঁদের খানিকক্ষণ আলো আড়াল করে রাখা। কোন দৈব ব্যাপার নয়, প্রাকৃতিক ঘটনা। হাঁড়ি ফেলতে হবে না। গঙ্গাজল ছেটানোর দরকার নেই। গ্রহণের মধ্যেই বসতে পারে ব্রেকফাষ্টের আসর। ত্রিপুরাতে এক বিজ্ঞান সংগঠন গ্রহণ চলাকালীন ঢালাও ভোজের আয়োজন করেছিলেন। 'বিনি পয়সার ভোজ'-এ 'সামান্য ক্ষতি'-র আশংকাকে নস্যাৎ করে আধো অন্ধকারেই পংক্তিভোজে বসে পড়েছিলেন লোকজন। বৃদ্ধা সব শুনে কানে আঙুল দেননি, আজকের ঠাকুমা তো! তবে বিশ্বাস টাল খায়নি। গঙ্গা স্নানের পর দুহাত কপালে তুলে বলেছেন, 'অবিশ্বাসীদের ক্ষমা করো।'

কলির শেষে নাকি অবিশ্বাসীদের তাণ্ডব চলার কথা বিশ্বজুড়ে। তেমন সময় কি এসে গেল? খাবার, কলসির জল ফেলা নিয়ে আধুনিকা বৌমার সঙ্গে শাশুড়ির তর্ক শুরু হয়েছে গ্রহণের পর বৌমা জিদ ধরে চা খেয়েছে, তিনটে ঘণ্টা তার সয়নি। জোর করে ধরিয়ে দেয়া চকলেট বার হাতে নিয়ে নাতি ঠাকুমার ঘরে একবার মায়ের ঘরে একবার পেণ্ডুলামের মত দুলছে—খাব কি খাব না, ভেবে ভেবে হায়রে, খাওয়া তো হল না! তর্ক লগে যাচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও। স্বামী মধ্যপন্থী। স্ত্রী গলা চড়িয়ে বিদ্যে জাহির করছেন, 'আমি সিওর, ঐ আলট্রা-ভায়োলেট বা ইনফ্রা-রেড রশ্মির খাদ্যজলে কোন অ্যাডভার্স এফেক্ট নেই।' স্বামী বলছেন, 'থাকুক আর নাই থাকুক, ঐ বৃদ্ধা মানুষটির চিরকালের বিশ্বাসে ধাক্কা দিয়ে অশান্তি বাধানোই বা কেন? যার বিশ্বাস তার কাছেই থাকুক।'

তর্ক ঘরে, তর্ক বাইরে। বিড়লা তারামণ্ডল কিংবা বিজ্ঞান মঞ্চের চশমা চোখে দিয়েও সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে কিনা! তবে ওসব টাউনবাবুদের তর্ক। গাঁয়রে সে চশমা এসে পৌঁছয়নি, বিতর্কও না। এই প্রতিবেদকও পূর্ণগ্রাস না হলেও বহুবার আংশিক গ্রাস ভূষাকালিমাখা কাঁচ এবং হলুদগোলা জলে দেখেছে। অতি বেগুনি এবং অবলোহিত রশ্মি রেটিনার যতই ক্ষতি করে থাকুক, এই মধ্যচল্লিশেও দূরদৃষ্টি পরিষ্কার। শুধু কাজের নজরে বয়সের নিয়মে ঝাপসা ধরেছে। পেশায় বিজ্ঞানের শিক্ষক, তবু জনান্তিকে স্বীকার করে ফেলি, অবৈজ্ঞানিক কাজ করে ফেলেছি। জ্ঞানবৃক্ষের ফল সেবনের পর দুটি কালো ফিল্ম চোখে চাপিয়ে গ্রহণ দেখেছি এবারেও। এক ঝলকের জন্য খালি চোখেই। যা হবার হবে। দু'সেকেণ্ডে সামান্য ক্ষতি যদি হয়ও, অভিজ্ঞতার মূল্য দেবে কে?

কী দেখলাম? এখানে রাতের অন্ধকার নামেনি। রাত্রি না হোক, সন্ধ্যা হয়েছিল। থমথমে প্রকৃতি, আধো মায়াবি আলো। পাখিরাও ফিরেছিল বাসায় কেউ কেউ। একটু শীত শীত করছিল। পূর্ণগ্রহণও দেখলাম। টিভি খুলে রেখেছিলাম। তিন তিনটে পূর্ণগ্রাস। নিমকা থানা, ইলাহাবাদ, ডায়মণ্ডহারবার। সূর্য বাঁকা চাঁদ থেকে আলোর নরম দড়ি হয়ে গেল। তারপর বাঁকা পাকা চুল। সাদা চুলের দৈর্ঘ কমে আসছে। অন্ধকার। কালো থালা। চারিদিকে জ্যোতি, ক্যারোনো। হীরের আংটি। আঃ!

এই অভিজ্ঞতাটুকু আজ আমার একার নয়। যাঁরা দৌড়ে গিয়েছিলেন ডায়মণ্ডহারবার কিংবা চোখ রেখেছেন টিভিতে, সকলের। আজ হয়তো এই দেখাটুকুর মূল্য এমন কিছু নয়। অনেকের স্মৃতিতেই থাকবে বিশ, পঞ্চাশ কিংবা সত্তর বছরই। তারপর? সাত পুরুষ পর যদি এই প্রতিবেদনটি পুনর্মুদ্রিত হয়, তবে বলা যায় না, পিছিয়ে থাকা মানুষের প্রতিনিধি কর্তৃক লিখিত হওয়ার জন্যই তা হয়ে উঠতে পারে অমূল্য। তখন এ এক দলিল। অভিজ্ঞতা তো কেনা যায় না। বিশেষতঃ সাড়ে তিনশ বছর আগের অভিজ্ঞতা!

আমাদের কৌতুকবোধ

সাধন দাস

লক্ষ্য করেছেন কি—আমাদের চারপাশে হাজার কলকাকলীর মধ্যেও কিছু অদ্ভুত প্রাণী আমরা দেখতে পাই—সুকুমার রায় যাদের নাম দিয়েছেন—'রামগরুড়ের ছানা' কিম্বা 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা'। এদের সংবিধানে নাকি হাসতে মানা। ওরা নাকি আঁতেল, পোষাকী নাম—'ইনটেলেকচুয়্যাল' অর্থাৎ মগজ থেকে চোয়াল পর্যন্ত এসে এদের বুদ্ধি আটকে আছে। সর্বদা বাংলা পাঁচের মতো বিরস বদনে ওরা কেবল রাজনীতি কিম্বা অর্থনীতির কূটকৌশল নিয়ে ব্যস্ত! কিছু বললেই চশমার ফাঁক দিয়ে আড়চোখে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে বলেন—'হুম্‌ম্‌, আমাকে এখন বিরক্ত কোরো না।' যেন ধ্বংস হতে যাওয়া পৃথিবীর সমস্ত দায়ভার তার উপর বর্তেছে। ওরা বলে—হাসি নাকি ওদের ঠোঁটে মানায় না, পার্সোন্যালিটি নষ্ট হয়। দন্ত বিস্ফারিত হলেই পারসোন্যালিটি ফুরুৎ করে উড়ে যায়। তাই দাঁতে দাঁত চেপে ঠোঁট বন্ধ করে তাকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা। হাসিমজার ব্যাপারে তারা এতই কৃপণ যে ওষ্ঠ প্রসারিত হয়ে দন্ত বিকশিত হবার ভয়ে ওরা ঠোঁটে অকারণ গাম্ভীর্যের সেফটিপিন গুঁজে রাখে। এদের অসুখের একটাই চিকিৎসা—সুকুমার রায়ের গোমড়া হেরিয়াম!

হায় ভগবান, ওরা জানে না—হাসা এবং হাসানোটাও একটা আর্ট। দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন—হেসে নাও এ দুদিন বই তো নয়! মানুষের বত্রিশ দন্ত কেবল মাংস চর্ব্বনের জন্য নয়—মনের আনন্দ প্রকাশের জন্যও। আর এই নির্মল হাসির জন্য চাই বুদ্ধিদীপ্ত একটা তীক্ষ্ণ মগজ—যার মধ্যে থাকবে সহজাত রসবোধ বোকারাই হাসে—এ কথা ভুল। সঠিক জায়গায় সঠিক সময়ে সঠিক কথাটি বলে হাসতে এবং হাসাতে জানে বুদ্ধিমানেরাই। তবে এটাও ঠিক—কৌতুক হবে এমন নির্মল ও নির্দোষ যা কাউকে আঘাত দেবে না, কষ্ট দেবে না।

অসংগতি থেকে কৌতুকের জন্ম। কিন্তু অসংগতির মাত্রা বেড়ে গেলে কৌতুক দুঃখে পরিণত হয়। একটি অন্ধ যখন কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে যায়, একটি বৃদ্ধা বাসের হ্যাণ্ডেল ফস্‌কে যখন রাস্তায় গড়িয়ে পড়ে কিম্বা একটি উন্মাদ যখন অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে রাস্তার মাঝখানে নেচে ওঠে, তখন কিছু লোককে আমি হো হো করে হাসতে দেখেছি। সেটা কখনোই কৌতুক নয়—নিষ্ঠুরতা! উপযুক্ত রসবোধ না থাকলে হাসাও যায় না, হাসানোও যায় না। তার সঙ্গে চাই মানুষের প্রতি ভালোবাসা!

কৌতুকপ্রিয় বলে বাঙালীর একদিন সুনাম ছিলো। আজ কি সত্যিই বাঙালী হাসতে ভুলে গেছে? কৌতুক ছবি, কৌতুক সাহিত্য, কৌতুক পত্রিকা আজ প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। সে যুগের দাদাঠাকুর, কিম্বা শিবরাম চক্রবর্ত্তী আজও আমাদের মলিন মুখে হাসি ফোটায়। কিন্তু আজ? সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ছাড়া এই অকালের বাজারে হাসির চাষ আর তেমন কেইবা করছেন!

আসলে মানুষের মনটাই আজ পাল্টে গেছে। ছড়ানো বৈঠকখানা আর নেই, নেই মজলিশী মেজাজ, ফ্ল্যাটবাড়ির একখানা ঘর, টিভি-ফ্রিজ-খাট আলমারিতে ঠাসাঠাসি—আড্ডার লোকজন বসবে কোথায়? জায়গা নেই, নেই সময়ও। সকালে চায়ের চুমুক থেকে আরম্ভ করে রাত্রিতে ঘুমানো পর্যন্ত ঠাসা ছকে বাঁধা রুটিন—কৌতুকের অবকাশ কই? প্রতিটি মুহূর্ত টেনশনে কম্পমান। তাছাড়া বর্তমান জীবনের নানান যন্ত্রণায় আমরা এমনই কাতর যে আমরা নিজের অজান্তেই কখন যেন হাসতে ভুলে গেছি। হাসির কথাতেও আজ আর হাসি পায় না। তখন কাতুকুতুর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আজ হাসির সাহিত্য ও ছায়াছবিতে যেন কাতুকুতুরই প্রাধান্য। পাহাড়ী ঝর্ণার মতো হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত নির্মল হাসির ফোয়ারা যেন শুকিয়ে গেছে আজ।

চারদিকে এত দারিদ্র, শোষণ আর বঞ্চনা, এত হিংসা হানাহানি আর রক্তপাত—এই দুর্দিনে বুকের মধ্যে একফোঁটা রসসিক্ত মন আর ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি না থাকলে, কী নিয়ে বাঁচবো আমরা?

সবারে জানাই আহ্বান

এখানে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দীতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

বন্ধু কর্ণার

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু ধাম

বিজ্ঞপ্তি

ডাহাপাড়াস্থ (মুর্শিদাবাদ) শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু ধামের দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়ের জন্য একজন D.M S. পাশ অভিজ্ঞ part-time চিকিৎসকের প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন। অভিজ্ঞ বয়স্ক ধাম বাসে আগ্রহী চিকিৎসকও যোগাযোগ করতে পারেন।

সেবাইত—ডাহাপাড়া শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু ধাম ট্রাষ্ট কমিটি, পোঃ ডাহাপাড়া, মুর্শিদাবাদ

শহীদ নলিনী বাগচী জন্ম শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তৎপরতা

ধুলিয়ান: ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের তরুণ শহীদ ধুলিয়ান কাঞ্চনতলার নলিনী বাগচীর জন্ম শতবর্ষ পূর্তি হচ্ছে আগামী ১৯৯৬ সালে। নলিনী বাগচীর জন্ম ১৮৯৬ এবং মৃত্যু ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৬৭ তে ধুলিয়ান শহরে শহীদ নলিনী ভ্রাতৃ সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংঘ স্থানীয় পুরসভার সম্মুখে ১৯৭৫ সালে নলিনী বাগচীর আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করে ও ১৯৭৭-এ বাসযাত্রীদের একটি বিশ্রামাগার ও তাঁর নামে ঐ স্থানেই নির্মাণ করে। গত ১৫ আগষ্ট ঐ মূর্তির পাদদেশে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় শহীদ নলিনী বাগচীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যায় সংঘের ভবনে শহীদ নলিনী জন্ম শতবর্ষ পূর্তি কমিটি গঠিত হয়। পরবর্তীকালে স্থির হয় জেলার ফরাক্কা, অরঙ্গাবাদ, জঙ্গিপুর, বহরমপুর থেকে জীবিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে একটি স্মৃতি উদযাপন কমিটি গঠিত হবে। এঁদের পরিচালনায় ১৯৯৬ এর জুন পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠানও হবে।

আন্তঃ ব্লক একদিনের ফুটবল

রঘুনাথগঞ্জ: সম্প্রতি নেহরু যুবকেন্দ্রের আর্থিক সহায়তায় এবং ঘোড়শালা কল্যাণ সংঘের পরিচালনায় ঘোড়শালা প্রাইমারী স্কুল ময়দানে একদিনের আন্তঃ ব্লক ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় ১৮টি দল যোগ দেয়। বিজয়ী হয় আইলের উপর শক্তিমান ক্লাব ও বিজিতের সম্মান লাভ করে বাঘা তরুণ সংঘ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রাণবন্ধু মাল, প্রধান অতিথি ছিলেন কানুপুর অঞ্চল প্রধান রাধাগোবিন্দ মণ্ডল।

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ বাগানবাড়িতে বসত বাড়ীর জন্য দু'কাঠার কয়েকটি প্লট বিক্রী হচ্ছে।
যোগাযোগের স্থান—বিকাশ ধর
'মৌমিতা' (রেডিমেড পোষাকের দোকান)
বাগানবাড়ী, রঘুনাথগঞ্জ ফোন: ৬৬২৪৯

আফিডেবিট

আমি কামাল সেখ ওরফে কামালউদ্দিন সেখ, পিতা মৃত আলাউদ্দিন সেখ পোঃ দফরপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ উভয় নামেই পরিচিত। গত ২৭ অক্টোবর ১৯৯৫ জঙ্গিপুর জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ২য় কোর্টে আফিডেবিট বলে ঐ দু'নামের স্বীকৃতি ও সরকারী এবং বেসরকারী প্রয়োজনীয় কাগজে দু'নামের যে কোনটি ব্যবহারের অধিকার পাইলাম।

চাষীপ্রিয়তা অর্জন করেছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

অকারণে ওষুধ প্রয়োগের চেয়ে শত্রু এবং বন্ধু পোকার হার (২ : ১) নিরূপণ করে কখন ওষুধ প্রয়োগ প্রয়োজন এবং কখন প্রয়োজন নয় এই শিক্ষা চাষীদের ভিতর ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফসলে বন্ধু পোকার হার বেশী থাকলে ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজন নাই, বন্ধু পোকারাই শত্রু পোকাদের ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট। এই শিক্ষা প্রসারের ফলে ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজন ফুরিয়ে আসায় এবং দূষণ মুক্ত পরিবেশ ফিরে আসার প্রকল্পটি দারুণভাবে চাষীপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা লাভের পথে এগিয়ে চলেছে। জমিতে শত্রু পোকার চাইতে বন্ধু পোকার উপস্থিতি প্রচুর পরিমাণে বেশী পরিলক্ষিত হওয়ায় অকারণ ওষুধ প্রয়োগের বদ্ধমূল ধারণায় চাষীর পরিবর্তন ঘটেছে।

গোবিন্দভাবিনী স্মৃতি মেধা বৃত্তি প্রদান

বহরমপুর : সম্প্রতি স্থানীয় রবীন্দ্র সদনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাধ্যমিক পরীক্ষায় জেলার ১ম ও ২য় স্থানাধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের গোবিন্দভাবিনী স্মৃতি মেধা বৃত্তি প্রদান করেন স্মৃতি কমিটি। ছাত্রদের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের সুব্রত দাস জেলায় প্রথম হওয়ায় তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। ২য় কান্দী রাজ হাই-স্কুলের দীপাঙ্কর মণ্ডল। মেয়েদের মধ্যে লালবাগ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের মৌসুমী সরকার ১ম ও বহরমপুর কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের পিয়ালী মণ্ডল ২য় হয়ে এই পুরস্কার পান। ১ম স্থানাধিকারী ২ জনকে মাসিক ১৫০ টাকা হারে ও ২য় দু'জনকে মাসিক ১০০ টাকা হারে এককালীন ৩৬০০ টাকা ও ২৪০০ টাকা এক বছরের জন্য দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দিব্যগোপাল ঘটক সভাপতি ও সেচমন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ অতিথি ছিলেন।

দীপাবলীর সেরা আকর্ষণ—

১৮০ টাকা থেকে ২০০ টাকার মধ্যে পছন্দ ও টেকসই **কোবরা** ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের ব্যঙ্গ কৌতুক রসে ভরা

সেরা বিদূষক

১ম খণ্ড গ্রাহকদের পাঠানো চলছে। ২য় খণ্ডের মুদ্রণ শেষের পথে। গ্রাহক মূল্য ১১০ টাকা। গ্রাহক হলে ১ম খণ্ড রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। পরবর্তীতে দ্বিতীয় খণ্ডও রেজিষ্ট্রি করা হবে।

জঙ্গিপুর সংবাদ

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (৭৪২২২৫)

ফোন এসটিডি ০৩৪৮৩, ৬৬২২৮

জনকল্যাণ সমিতির উদ্বোধন

জঙ্গিপুর : গত ২৬।১০।৯৫ স্থানীয় মুনিরিয়া হাইমাদ্রাসায় আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে বিধায়ক আবদুল হক এলাকার বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষদের নিয়ে এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ কর্মের জন্য "জনকল্যাণ সমিতির" উদ্বোধন করেন। উক্ত সমিতিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ২৮ জনের একটি কার্য্যকরী কমিটিও গঠন করা হয়।

স্বামী স্ত্রী বচসায় স্ত্রী খুন (১ম পৃষ্ঠার পর)

বাবার বাড়ী মঙ্গলজনে। বাবা-মা খবর পেয়ে রাস্তা থেকে মেয়ের মৃতদেহ বাড়ীতে নিয়ে আসেন। পুলিশ কামালকে গ্রেপ্তার করে। সে অপরাধ স্বীকার করে ও লুকিয়ে রাখা রক্তমাখা ছুরিটি পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এদিকে গ্রামে রটে যায় কামাল গুলি করে তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে। গ্রামের লোক গুলির শব্দ পায় বলে জানায়। পুলিশ এ খবরকে গুজব বলে মনে করে।

বিজয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন—

পছন্দসই টেকসই
সব বয়সেই
মানানসই

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

রেজিষ্ট্রী নং—২০ :: তারিখ—২১।২।৮০

গ্রাম মির্জাপুর ★ পোঃ গনকর ★ জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল, জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টীচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। সরকার প্রদত্ত ডিসকাউণ্ট (ছাড়) দেওয়া হয়।

সততাই আমাদের মূলধন

সনাতন দাস	ধনঞ্জয় কাদিয়া	সনাতন কালিদহ
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।